ঝিনাইদহে পেঁয়াজের বাম্পার ফলন, বাজারে নেই ন্যায্য দাম

দেশের অন্যতম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকা ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এ বছর পেঁয়াজের ভালো ফলন হলেও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় চরম হতাশায় পড়েছেন চাষিরা। মাঠভর্তি পেঁয়াজ থাকলেও বাজারে দাম কম থাকায় উৎপাদন খরচই তুলতে পারছেন না অধিকাংশ কৃষক। ফলে লাভ তো দূরের কথা, অনেকেই লোকসানের আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

কৃষকেরা জানান, এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে বীজ, সার, সেচ ও শ্রমিকসহ অন্তত ৩৫ থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। কিন্তু বাজারে দাম কম থাকায় সেই খরচ তুলতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করছেন, আবার কেউ কেউ দাম বাড়ার আশায় ঘরে মজুত করে রাখছেন।

জানা গেছে, চলতি মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে শৈলকুপা উপজেলায় পেঁয়াজের উৎপাদন বিগত বছরের তুলনায় বেশ ভালো হয়েছে। তবে বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ায় শুরুতেই দাম পড়ে গেছে। পাইকারি বাজারে প্রতিমণ পেঁয়াজের দাম অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের নিচে নেমে এসেছে। এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, এ বছর শৈলকুপা উপজেলায় ১২ হাজার ৮৪৬ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ করা হয়েছে। প্রতিমণ পেঁয়াজ উৎপাদনে আকারভেদে খরচ হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬৫০ টাকা পর্যন্ত। সম্প্রতি উপজেলার বেশ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিমণ পেঁয়াজ ৮০০ থেকে ১ হাজার ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আওধা গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “এত কষ্ট করে এ বছর পেঁয়াজ চাষ করলাম, কিন্তু বাজারে এসে দেখি দাম নেই। খরচের টাকাই উঠছে না। পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাড়ানো এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে। তা না হলে আগামী বছর থেকে আর পেঁয়াজ চাষ করব না।”

লাঙ্গলবাঁধ বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করতে আসা কৃষক রমজান আলী বলেন, “সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচ খরচ মিলিয়ে প্রতিমণ পেঁয়াজে প্রায় ১ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। এখন বাজারে এসে বিক্রি করতে হচ্ছে ৯৫০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকায়। এই লোকসান নিয়ে আমাদের মতো কৃষকদের

সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।”

শৈলকুপার ভাটইবাজারের আড়তদার জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, “বর্তমানে পেঁয়াজ কিনে দেশের বিভিন্ন মোকামে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। সেখানে মোটা অঙ্কের টাকা লোকসান দিয়ে পেঁয়াজ বিক্রি করতে হচ্ছে। এ বছর চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজ বেশি উৎপাদন হয়েছে। ফলে যত দিন যাচ্ছে দাম কমছে। তবে সামনে ঈদুল ফিতরে চাহিদা বাড়বে বলে আশা করছি। সেই সঙ্গে পেঁয়াজের দামও কিছুটা বাড়তে পারে।”

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান স্বদেশ প্রতিদিনকে বলেন, “আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু ন্যায্যমূল্য না পেয়ে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বাজার ব্যবস্থাপনা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। চাষিদের সুবিধার্থে উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্ধারিত মূল্য থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এ উপজেলায় পেঁয়াজের উৎপাদন ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।”

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে মুজিবনগর পিকনিক স্পটে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, এমএলটি সাইট মুজিবনগরের বৈজ্ঞানিক সহকারী হাসান আলীর সঞ্চালনায় এবং বারাদি, মেহেরপুর সদরস্থ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মতিয়ার রহমানের (প্রকল্প

পরিচালক) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা হাসানুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মাঠ দিবসে সভাপতি ও প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মানসম্মত পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের সঠিক পদ্ধতি ও করণীয় বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়া হাতে-কলমে দেখানো হয় কীভাবে হাতের মাধ্যমে পেঁয়াজ ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত ও পরিপুষ্ট বীজ উৎপাদন করা যায়।

মাঠ দিবসে প্রায় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পেঁয়াজের বাম্পার ফলনের আশা, চাষিদের মুখে হাসি

অনুকূল আবহাওয়া, উর্বর জমি ও কৃষকদের নিবিড় পরিচর্যায় চলতি মৌসুমে উপজেলায় পেঁয়াজের বাম্পার ফলনের স্বপ্ন দেখছেন চাষিরা। উপজেলার বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে সবুজে মোড়া পেঁয়াজের ক্ষেত এখন সম্ভাবনার নতুন বার্তা দিচ্ছে। ভালো ফলনের প্রত্যাশায় কৃষকদের মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির হাসি।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা, বাগুলাট, পান্টি, চাপড়া, নন্দলালপুর ও শিলাইদহসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পেঁয়াজের আবাদ সম্পন্ন হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া এবং সময়মতো সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষেতজুড়ে পেঁয়াজের বৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রতি বিঘা জমিতে ৬০ থেকে ৮০ মণ পর্যন্ত ফলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ভোর থেকে বিকাল পর্যন্ত কৃষকরা মাঠে

অবস্থান করে গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। কেউ সেচ দিচ্ছেন, কেউ আগাছা পরিষ্কার করছেন, আবার কেউ রোগবালাই প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছরের তুলনায় এ বছর রোগবালাইয়ের আক্রমণ তুলনামূলক কম। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও কম হয়েছে, যা তাদের লাভের আশা বাড়িয়েছে।

উপজেলার একাধিক কৃষক জানান, চলতি মৌসুমে আবহাওয়া পেঁয়াজ চাষের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ছিল। গাছের বৃদ্ধি ভালো হওয়ায় তারা আশাবাদী—বাজারে দাম অনুকূলে থাকলে এ বছর ভালো লাভ করা সম্ভব হবে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রাইসুল ইসলাম জানান, কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা দিতে নিয়মিত মাঠপর্যায়ে তদারকি করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগবালাই দমন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং বাজারে পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা গেলে কুমারখালীর এ উৎপাদন জেলার অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একই সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সব মিলিয়ে কুমারখালীর বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে দোল খাওয়া সবুজ পেঁয়াজক্ষেত যেন নতুন সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। কৃষকদের পরিশ্রম আর স্বপ্নের ফসল ঘিরে তৈরি হয়েছে আশার আলো—যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে শুভ সংকেত বয়ে আনবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুরে পেঁয়াজের দাম কেজিতে কমলো ২০ টাকা

মেহেরপুরে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজিপ্রতি দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত কমেছে। নতুন মৌসুমের দেশি পেঁয়াজ বাজারে ওঠা ও সরকার আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাজারে সরবরাহ বেড়েছে। ফলে স্বস্তি ফিরেছে ভোক্তাদের মাঝে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর শহরের বড়বাজারের আড়ত ঘুরে দেখা গেছে, গত সপ্তাহে যে পুরোনো পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৯০ টাকায় বিক্রি হতো, এখন তা কমে ৭০ থেকে ৭২ টাকায় নেমে এসেছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, নতুন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় এবং আমদানির প্রভাব বাজারে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই দাম কমছে।

আনছার সবজি ভান্ডারের আনছার শেখ বলেন, নতুন মৌসুমের দেশি পেঁয়াজ বাজারে উঠতেই দাম কমে গেছে। আগে সরবরাহ কম থাকায় আমরা বেশি দামে কিনে বিক্রি করতাম। এখন সরবরাহ বাড়ছে, তাই দামও ধীরে ধীরে কমছে। কৃষকরাও এখন ভালো দামে বিক্রি করতে পারছেন।

মিয়ারুল সবজি ভান্ডারের মিয়ারুল ইসলাম বলেন, আমদানিকৃত পেঁয়াজ ঢুকতে শুরু করেছে, আর দেশি পেঁয়াজও উঠছে এই দুইয়ের কারণে বাজারে এখন সরবরাহ প্রচুর। তাই দাম স্বাভাবিকভাবে কমে এসেছে।

ক্রেতারা অভিযোগ করেন, সরবরাহ কমের অজুহাতে হঠাৎ দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এতে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়। তাঁদের মতে, দেশি পেঁয়াজের দাম ৫০-৬০ টাকা মধ্যে থাকলে স্বস্তি মিলবে।

খুচরা বাজারেও কমেছে দাম। বর্তমানে দেশি পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৯৫ থেকে ১০০ টাকা। স্থানীয় ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, দাম কমেছে ঠিকই, কিন্তু বাজারে স্থিতিশীলতা নেই। সপ্তাহে তিনবার দাম ওঠানামা করে। দেশি পেঁয়াজ দাম আর একটু কমলে সাধারণ মানুষের নাগালে থাকবে।

পেঁয়াজ বিক্রেতা আনোয়ার হোসেন জানান, কয়েক দিন ধরে দাম বেশি থাকায় আমরা অল্প করে কিনে বিক্রি করছিলাম। এখন দাম একটু কমায় বিক্রি বাড়ছে।

শৈলকুপায় দ্বিগুন দামে বিক্রি

হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আবাদের শুরুতেই হোঁচট খেতে হচ্ছে পেঁয়াজ চাষিদের। গতবছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুন দামে কিনতে হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ। আবাদ বাড়ায় বেড়েছে বীজের চাহিদা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বীজ ব্যবসায়ীরা সরকার নির্ধারিত দামের দ্বিগুন দামে বিক্রি করছেন পেয়াজের বীজ এমন অভিযোগ উঠেছে কৃষকদের পক্ষ থেকে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ব্যাপক পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। প্রতিবছর আবাদের পরিমান বাড়ছে। শৈলকুপার পেঁয়াজ চাষিরা দুই পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ করে থাকেন। কেউ কন্দ রোপণ করেন আবার কেউ চারা রোপণ করেন। তবে চারা রোপণের পরিমাণই বেশি। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পেঁয়াজের চারা রোপণ করবে এই অঞ্চলের কৃষকরা। অনেকেই ইতোমধ্যে বীজতলায় চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, কেউবা বীজতলা প্রস্তুত করছেন।

উপজেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এই উপজেলায় ১২হাজার ২৭৯ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

গতবছর আবাদ হয়েছিল ১২ হাজার ৩২ হেক্টর জমিতে। গতবছর এই উপজেলায় পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল ২লাখ ৪০ হাজার ৬৪০ মেট্রিক টন। এবছর কোনো সংকট না হলে ২লাখ ৪৫ হাজার ৫৮০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হবে। এই উপজেলায় এবছর পেঁয়াজের কন্দ রোপণ করা হবে ৪২২ হেক্টর জমিতে ও চারা রোপণ করা হবে ১১হাজার ৮৫৭ হেক্টর জমিতে।

শৈলকুপা শহরের কৃষি নিলয় বীজ ভান্ডারের মালিক জিএম জিকু আলম বলেন, এবছর কৃষকরা লালতীর হাইব্রিড, লাল তীর কিং, ভারতীয় জাত সুখসাগরের বিভিন্ন ভ্যারাইটি, দেশিয় বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার বাদশা, লালদিঘিসহ বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজের বীজ কিনেছে। লালতীর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজ ১ বিঘা জমিতে ১২০ মণ থেকে ১৪০ মণ পর্যন্ত ফলন হচ্ছে এই উপজেলার মাটিতে। সেখানে গত কয়েক বছর ভারতীয় সুখসাগর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজ আবাদে বিঘা প্রতি ১০০ মণের কমবেশি উৎপাদন হয়েছে। যেখানে দেশি জাতের পেয়াজ খুব ভালো ফলন হলে বিঘা প্রতি ৫৫ মণ থেকে ৬০ মণের মত ফলন হয়। কিন্তু বাজারে দেশি পেঁয়াজের চেয়ে ভারতীয় সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ মণপ্রতি ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা বেশি দরে বিক্রি করেছে। লালতীর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজের দাম আরও বেশি পায় কৃষকরা। ফলন বেশি ও দামও বেশি এই কারণে এই জাতের আবাদে

বেশি ঝুকছে কৃষকরা।

উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের কৃষক মোঃ শরিফুল ইসলাম বলেন, গতবছর আমি ৩৮ কাঠা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করেছিলাম। এবছর ৩ বিঘা জমিতে আবাদ করার জন্য বীজতলায় ৩ কেজি সুখসাগর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজের বীজ বপন করেছি। উচ্চ ফলনশীল লালতীর হাইব্রিড জাতের বীজ কিনতে গিয়ে দোকানদারের শর্তে পিছিয়ে এসেছি। দোকানদারেরা বলে ১ কেজি লাল তীর হাইব্রিড বীজ নিলে ৩ কেজি লাল তীর কিং জাতের বীজ নিতে হবে। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে লাল তীর কিং জাতের পেঁয়াজের ফলন ভালো হয়না।

এই গ্রামের কৃষক মোকছেদ আলী বলেন, এক বিঘা পেঁয়াজ আবাদে কৃষকের ৭০ হাজার টাকার কমবেশি খরচ হয়। ৮০০ থেকে ১২০০ টাকার মধ্যে এই পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুমে বিক্রি হয় বাজারে। সংরক্ষণ করে পরে বেঁচতে পারলে অনেক লাভ হতো কৃষকদের। দোকান থেকে সার ওষুধ বাকি নিয়ে চাষ করি। পেঁয়াজ উৎপাদনের সময় আসলেই সার-কীট নাশকের দোকানদারেরা হালখাতার চিঠি দেয়। বাধ্য হয়েই তখন বাজারে কম দাম থাকলেও বেঁচে দিতে হয় আবার বেশি দিন রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে এই কারণেও বিক্রি করে দিতে হয়।

এই গ্রামের কৃষক আকুল বিশ্বাস বলেন, আমি ৪৮ শতক জমিতে পেঁয়াজের বীজ বপন করেছি। এখন চারা তৈরি করছি। আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্ষেতে চারা রোপণ করবো। আমাদের পেয়াজ চাষে ডিএপি সারের প্রয়োজন বেশি হয়। এখনই ডিলারদের কাছে সার কিনতে গেলে অল্প পরিমাণে দিচ্ছে। তাতে আমাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। খোলা বাজারে কিনতে গেলে ১০৫০ টাকা দামের সার ১৭৫০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, এক কেজি লাল তীর হাইব্রিড বীজের মোড়কে সর্বোচ্চ দাম যা লেখা রয়েছে তার দ্বিগুন দামে বিক্রি করছে বীজ বিক্রেতারা। বেশি দরদাম করলে তারা বীজ দিচ্ছে না। সব বীজের দামই এবছর দ্বিগুন।

এই এলাকার কৃষক পলাশ হোসেন, খয়রাত আলী, ওহিদ আলী জানান, তারা অন্যান্য জাতের সাথে লালতীর হাইব্রিড জাতের পেয়াজ আবাদ করেছেন। গতবছর এককেজি লালতীর হাইব্রিড জাতের বীজের দাম পড়েছিল ২৮ জাহার টাকা। এবছর সেই বীজ দাম নিচ্ছে ৬২ হাজার টাকা। গতবছর সুখসাগর হাইব্রিড জাতের এক কেজি বীজের দাম ছিল ৩ হাজার থেকে ৩৫০০ টাকা। সেই বীজ এই বছর সাড়ে ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকায় কিনতে হয়েছে। প্রত্যেক জাতের বীজই গতবছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুন।

কৃষক পলাশ হোসেন বলেন, আমি এবছর ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজের চারা রোপণ করবো। নার্সারিতে যে বীজ বপন করেছিলাম তার অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বায়ার ক্রপস কোম্পানির ছত্রাক নাশক ‘নুনা’ ও সিনজেনটা কোম্পানির ‘মিরাভিস ডুয়ো’ ব্যবহার করি। পেঁয়াজের মৌসুমে এই অঞ্চলে এই ওষুধের দামও দ্বিগুন বেড়ে যায়। এক বিঘা জমিতে চারা রোপণ করতেই ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

সার-ওষুধ ও পরিচর্যা দিয়ে বিঘাপ্রতি ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়। গতবছরের তুলনায় এবছর মজুরের দামও বেড়েছে। বীজের দাম বেশি, বেশি টাকা দিয়ে কীটনাশক ও সার কিনতে হচ্ছে কিন্তু বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতে পারিনা। মৌসুমে সারের সরবরাহ ঠিক থাকলে ভালো ফলন হবে। সরকারের কাছে আহ্বান যেন এই মৌসুমে সারের সরবরাহ ঠিক রাখতে ব্যবস্থা রাখে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আরিফুজ্জামান বলেন, গতবছরের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের তুলানায় এবছর পেঁয়াজের মৌসুমে ২৫০০০ বস্তা ডিএপি সার এই উপজেলায় বেশি বরাদ্দ পেয়েছি। এবছর ১৬ টা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ৩ জন বিসিআইসি সারের ডিলারকে জরিমানা করা হয়েছে এবং অনেকগুলো সাব ডিলারকে জরিমানা করে সতর্ক করা হয়েছে। আমাদের উপসহকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। কোথাও সারের কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশাকরি এবছর সারের সংকট হবে না। তবে বীজের বিষয়ে বলতে পারবো না।

লালতীর বীজের ডিলার বাধন বীজ ভান্ডারের মালিক সুশান্ত কুমার বলেন, এবছর মাত্র ১৪ কেজি লালতীর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজের বীজ বরাদ্দ পেয়েছি। কোম্পানি থেকে শর্ত দিয়ে দিয়েছে এককেজি লালতীর হাইব্রিড পেঁয়াজ বীজ নিলে ১০ কেজি লালতীর কিং জাতের বীজ নিতে হবে। লালতীর কিং জাতের বীজের চাহিদা নেই। এই কারণে এই বীজের দাম এত বেড়েছে। তবে তিনি স্বীকার করেন বীজের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য রয়েছে ৩২ হাজার টাকা। বেশি দামে বিক্রি করছেন কেন? এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই বীজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আর বিক্রি করা হচ্ছে না। অনেকে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও এনেছে বলে তিনি জানান।

জেলা বীজ প্রত্যয়ণ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ফাতেমা কওসার মিশু বলেন, আমরা এমন অভিযোগ পায়নি। কেউ স্পেসিফিক অভিযোগ দিলে বিষয়টা দেখবো।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অস্থির

মেহেরপুরে অস্থির হয়ে উঠেছে পেঁয়াজের বাজার। গত দু’দিনের ব্যবধানে মেহেরপুরের বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে মেহেরপুরের পাইকারি বাজারে দেশি পেঁয়াজ ১০০ টাকা এবং খুচরা বাজারে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে ছোট সাইজের নিম্নমানের পেঁয়াজ কেজিতে ১০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে।

গতকাল বুধবার সকালে শহরের বড়বাজারের পাইকারি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে বাজারে দেশি ও ভারতীয় পেঁয়াজ পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে। দুই দিন আগে যা বিক্রি হচ্ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা কেজি দরে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। গত সপ্তাহে ভারতীয় পেঁয়াজ ছিল ৬০ টাকা ও দেশি ৬৫ টাকা কেজি। খুচরা বাজারে এসব পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১১০ ও ১০৫ টাকা কেজি দরে।

মেসার্স লতিফ বানিজ্যালয়ের আড়তদার মোঃ মিজান বলেন, কৃষকের ঘরে পেঁয়াজ না থাকায় বাজারে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এলসি কমলে দামও কমবে। আবার যদি ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি শুরু করে, তাহলে দাম আরও কমে যাবে। তবে দেশি পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির ধারাই অব্যাহত থাকবে। বাইরের পেঁয়াজের দাম কমলে এখানেও প্রভাব পড়বে।

সামাদ বানিজ্যের আড়তদার আব্দুস সামাদ বলেন, বাজারে এলসি বন্ধ থাকায় পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। যদি এলসি না খোলে, তাহলে আগামী এক মাস বাজারে অস্থিরতা থাকবে। নতুন পেঁয়াজ উঠলেই এই সংকট কেটে যাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারত থেকে পেঁয়াজ না আসায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমাদের মোকামেই প্রতি মণ পেঁয়াজ ৪ হাজার টাকা করে পড়ছে। তার সঙ্গে পরিবহন খরচ আছে প্রতি কেজিতে ১০ টাকা। তাই যতদিন ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি না দেবে, ততদিন দাম চড়াই থাকবে।
খড়ি কাটা এলাকার আশরাফপুরের আসলাম বলেন, ৫০০ টাকা হাজিরি করি, আর ১০০ টাকার পেঁয়াজ কিনি। না খেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কৃষক ওয়ারেস বলেন, পেঁয়াজ কিনতে এসে দেখি কেজি ১০০ টাকা। এখন মাছ

কেনার সামর্থও আমার নেই।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, চলতি বছর পুরোটাই দেশীয় পেঁয়াজ বাজারে ছিল। এখন মৌসুম শেষ পর্যায়ে হওয়ায় দাম বাড়ছে। নতুন ফলন বাজারে আসা পর্যন্ত বাজারে অস্থিরতা থাকবে। তবে আমদানির সুযোগ দিলে এ দাম কমে যাবে।

বর্তমানে খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১১০ টাকায় এবং ভারতীয় পেঁয়াজ ১০৫ টাকায়। দুই দিন আগেও দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হতো ৮০ টাকায় এবং ভারতীয় ৯০ টাকায়। গত সপ্তাহে ভারতীয় পেঁয়াজ ছিল ৭০ টাকা ও দেশি ৮০ টাকা কেজি।

খুচরা ব্যবসায়ী মোঃ জাব্বার বলেন, আমদানি কম থাকায় আমরা পর্যাপ্ত মাল পাচ্ছি না। আগে যেভাবে পেঁয়াজ আসতো, এখন তার অর্ধেকও আসে না। ভারতীয় পেঁয়াজ তো এখন একেবারেই নেই। নতুন পেঁয়াজ উঠলে ও আমদানি বাড়লে বাজারে স্থিতি ফিরবে।

ব্যবসায়ী আবদুর সুবান বলেন, পেঁয়াজের মৌসুম শেষের দিকে, তার ওপর এলসি কম। তাই বাজারে সরবরাহও কমে গেছে। নতুন পেঁয়াজ উঠলেই দাম স্বাভাবিক হবে।

মোঃ কুদ্দুস বলেন, এখন বাজারে এলসি বন্ধ, তাই দাম বেশি।আমরা অপেক্ষা করছি ভারত ও নতুন পেঁয়াজ উঠার জন্য। যদি ভারত দেয় তাহলে দাম কমবে, না দিলে নতুন পেঁয়াজ উঠা পর্যন্ত দাম আরও বাড়তে পারে।

তহ-বাজারের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হচ্ছে লোকাল পেঁয়াজের আমদানি একদম নেই। এগুলো মেহেরপুরের পেঁয়াজ নয় কুষ্টিয়া, পাবনা ও ফরিদপুর থেকে আমদানি করা। এখন মালের ঘাটতি আগের তুলনায় অনেক বেশি। মাল প্রায় শেষ হয়ে যাওয়াতেই ঘাটতি হয়েছে, আর হঠাৎ করে দামটাও একটু বেশি।

তিনি আরও বলেন, দাম স্বাভাবিক হওয়ার একটাই উপায় এলসি করা ও পেঁয়াজ আমদানি শুরু হওয়া। যতদিন এলসি পেঁয়াজ বাইরে থেকে না আসবে, ততদিন পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। দাম বাড়ার কারণে চাষিদের কাছে যে পেঁয়াজগুলো আছে সেগুলো যদি বাজারে আসে, তাহলে দাম কমতে পারে। আর যদি না আসে, তাহলে একেবারে এলসি নির্ভর হয়ে যাবে বাজার।

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে পেঁয়াজ চাষীদের মানববন্ধন

পেঁয়াজের ভরা মৌসূমে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ও কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষীরা। এসময় এলাকার প্রায় শতাধিক পেঁয়াজ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে শতাধিক পেঁয়াজ চাষী এই মানববন্ধন করেন।

চাষীরা বলেন, পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে তাঁতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে সরকার ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকেন। ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে চাষির উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য নিশ্চিত না করলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কৃষক। আবারও মানুষকে চারশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে। তারা আরও বলেন, পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দরে চাষীরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ চাষ করে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তব্য রাখেন, পেঁয়াজ চাষী মনিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বায়োজিদ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

পেঁয়াজ চাষী মিনারুল ইসলাম বলেন, এবছর আমি ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। ছয় বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে যে বাজার দর তাতে পেঁয়াজ বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা উঠবে। আমরা চাই, পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে আমাদানি বন্ধ করে আমাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক সরকার।

চাষি সামিদুল ইসলাম জানান, এবছর আমি ১০ বিঘা জমিতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেছি। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে ফঁড়িয়ারা ২০/২২ টাকা করে কিনে নিচ্ছেন। অথচ, এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে কৃষকের খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য না পেলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন বাইরের দেশ থেকে

পেঁয়াজ আমদানি করতে হবে। মানুষকে তিন চার শ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তাই পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া কৃষকের পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী লাল্টু হোসেন ৮ বিঘা, সোহরাব হোসেন ৭ বিঘা, লোটন হোসেন ৬ বিঘা, মধু মিয়া ১০ বিঘা, একরামুল হোসেন ৫ বিঘা, স্বপন মিয়া ১০ বিঘা, সামিদুল ইসলামের ৯ বিঘাসহ এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে জেলায় এবছর পাঁচ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার ২৮০ মেট্রিকটন।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন

“কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, সুখে থাকবে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ এবং ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষিরা।

নতুন পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুম শুরু হওয়ায় কৃষকরা পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন। তবে, ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করায় ন্যায্য দাম না পেয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন স্থানীয় কৃষকরা। এ পরিস্থিতিতে মৌসুমের এই সময়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তারা।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে স্থানীয় কৃষক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধনে কৃষকরা সরকারের কাছে এই দাবি জানান।

মানববন্ধনে চাষিরা অভিযোগ করেন, “যখনই পেঁয়াজের ভরা মৌসুম শুরু

হয়, তখনই সরকার পেঁয়াজ আমদানি করে। এর ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির ফলে স্থানীয় বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।”

বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচের তুলনায় খুবই কম বলে দাবি করেন চাষিরা। তারা জানান, ভরা মৌসুমে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ না হলে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন তারা। এজন্য আগামী তিন মাস পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানান উপজেলার কৃষকরা।

গত বছর পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ায় এবং দেশের চাহিদা মেটাতে কৃষকরা এ বছর বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ আবাদ করেছেন। তবে কৃষকরা যখন পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই বিদেশ থেকে কম দামে এই কৃষিপণ্য আমদানি করা হচ্ছে, যা কৃষকদের জন্য বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।